কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড এর ৩৫তম সভার কার্যবিবরণী

কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ডে এর ৩৫তম সভা গত ২২-৯-৯৯খ্রি. তারিখ সকাল ১০ ঘটিকায় ডঃ জহুরুল করিম, নির্বাহী চেয়ারম্যান, বিএআরসি ও চেয়ারম্যান, কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড এর সভাপতিত্বে বিএআরসি'র সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় উপস্থিত সদস্য ও কর্মকর্তাগণের তালিকা পরিশিষ্ট "ক" এ দেয়া হলো।

সভাপতি মহোদয় উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন এবং কার্যপত্রে নির্ধারিত আলোচ্য সূচী অনুসারে বিষয়গুলো উপস্থাপনের জন্য কমিটির সদস্য বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর পরিচালক জনবা মোঃ হাবিবুল হককে অনুরোধ করেন। আলোচ্য বিষয় অনুযায়ী আলোচনা ও গৃহীত সিদ্ধান্ত নিম্নে উপস্থাপন করা হলো।

আলোচ্য বিষয়-১ ঃ বিগত ০৯-০৫-৯৯ইং (২৬-০১-১৪০৬ বাং) তারিখে অনুষ্ঠিত কারিগরি কমিটির ৩৪তম সভার কার্যবিবরণী অনুমোদন করণ।

কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ডের ৩৪তম সভার কার্যবিবরণী বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর ৯-৬-৯৯ইং তারিখের ৮৭২ (১৬) সংখ্যক পত্রের মাধ্যমে কমিটি সকল সদস্যদের নিকট বিতরন করা হয়। উক্ত কার্য বিবরণীয় উপর অদ্যাবধি কোন সদস্যের নিকট থেকে কোন মন্তব্য পাওয়া যায়নি। অদ্যকার সভায়ও এ বিষয়ে কোন সদস্য মন্তব্য করেননি।

সিদ্ধান্ত ঃ কারিগরি কমিটির ৩৪তম সভার কার্যবিবরণী অনুমোদন করা হলো।

আলোচ্য বিষয়-২ ঃ কারিগরি কমিটির ৩৪তম সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের অগ্রগতি।

২ (ক) ঃ বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের পরিচালক (গবেষণা) ডঃ ফরহাদ জামিলকে আহবায়ক করে ৭ (সাত) সদস্যের একটি বিশেষ কমিটি গঠন করা হয়। কমিটিকে প্রস্তাবিত ধানের ডিইউএসটেষ্ট পদ্ধতির বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া, অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের ভূমিকা নির্ধারণসহ একটি সুস্পষ্ট সুপারিশমালা তৈরী পূর্বক কারিগরি কিমিটির সদস্য সচিবের নিকট পেশ করতে বলা হয়। তারই প্রেক্ষিতে ধানের ডিইউএস টেষ্ট পদ্ধতির উপর কারিগরি কমিটির একটি বিশেষ সভা আহবানেরও সিদ্ধান্ত ছিল। বিশেষ কমিটি কর্তৃক সুপারিশ পদ্ধতিটি কারিগরি কমিটির একটি বিশেষ সভা অনুষ্ঠানে কমপক্ষে ১ (এক) সপ্তাহপূর্বেই সকল সদস্যদের নিকট পৌছানোর নিশ্চিত করনের সিদ্ধান্ত ছিল। উক্ত সিদ্ধান্ত মোতাবেক গঠিত বিশেষ কমিটির সকল সদস্যবর্গের উপস্থিতিতে বিগত ১৩-৫-৯৯ তারিখে ব্রি এর সম্মেলন কক্ষে ধানের প্রস্তাবতি ডিইউএস টেষ্ট পদ্ধতিটির প্রয়োজনীয় সংশোধন পূর্বক সুপারিশমালাসহ কারিগরি কমিটির দস্য সচিবের নিকট পেশ করা হয় এবং তা যথা সময়ে বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর ৪/৮/৯৯ইং তারিখের ১১৩৭ (১৮) সংখ্যক পত্রের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট সকল সদস্যদের নিকট প্রেরন করা হয়েছিল। অদ্যকার সভায় এই সম্পর্কে একটি পৃথক আলোচ্য সূচী রাখা হয়েছে।

২(খ) ঃ ধান, পাট, গম, আলু ও আখের প্রস্তাবিত বীজ ও মাঠমান সংশোধনের নিমিত্তে বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর মূখ্য বীজ প্রত্যয়ন অফিসার, জনাব মনির উদ্দিন খানকে আহবায়ক করে তিন সদস্য বিশিষ্ট একটি বিশেষ কমিটি গঠন করা হয়। উক্ত কমিটি ধানের জন্য ভারত ও ফিলিপাইন এবং গমের জন্য ভারত ও পাকিস্তানের মাঠমান ও বীজমানের তথ্যাদিসহ একটি সুপারিশমালা তৈরী পূর্বক ১ (এক) মাসের মধ্যে কারিগরি কমিটির সদস্য সচিবের নিকট প্রেরণের কথা ছিল। এ প্রেক্ষিতে বিগত ১৫-৭-৯৯ইং তারিখে বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত সভায় গঠিত বিশেষ কমিটি কর্তৃক ধান, পাট ও গমের প্রস্তাবিত মাঠমান ও বীজমান সংশোধনসহ সুপারিশমালা কারিগরি কমিটির সদস্য সচিবের নিকট যথ সময়ে পেশ করা হয়েছিল। অদ্যকার সভায় এ বিষয়ে একটি পৃথক আলোচ্য সূচী রাখা হয়েছে।

সিদ্ধান্ত ঃ কারিগরি কমিটির ৩৪তম সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের অগ্রগতি উপস্থিত সকল সদস্যবৃন্দ অবহিত হলো।

আলোচ্য বিষয়-৩ ঃ কারিগরি কমিটির সুপারিশসমূহ জাতীয় বীজ বোর্ড কর্তৃক অনুমোদনের অগ্রগতি।

৩(ক) ঃ আলু ও আখের বীজ প্রত্যযন পদ্ধতি কারিগরি কমিটি কর্তৃক জাতীয় বীজ বোর্ডে অনুমোদনের জন্য সুপারিশ করা হয়েছিল। জাতীয় বীজ বোর্ডের ৪২তম সভায় উক্ত পদ্ধতি দুইটি অনুমোদিত হয়েছে।

৩ (খ) ঃ বিআর ৫৯৬৯-৩-২ কৌলিক সারিটিকে ব্রি ধান-৩৯ হিসেবে আমন মৌসুমে সারা দেশে আবাদের জন্য কারিগরি কমিট কর্তৃ জাতীয় বীজ বোর্ডের সভায় অনুমোদনের জন্য সুপারিশ করা হয়েছিল। জাতীয় বীজ বোর্ডের ৪২তম সভায় উক্ত জাতটি আমন মৌসুমে সারা দেশে আবাদের জন্য অনুমোদিত হয়েছে।

সিদ্ধান্ত ঃ কারিগরি কমিটির ৩৪তম সভার সুপারিশ জাতীয় বীজ বোর্ড কর্তৃক অনুমোদনের অগ্রগতি উপস্তিত সদস্যবৃন্দকে অবহিত করা হলো।

আলোচ্য বিষয়-৪ ঃ ধানে প্রস্তাবিত ডিইউএস টেষ্ট পদ্ধতি অনুমোদন।

সভাপতি মহোদয় বিশেষ কমিটি কর্তৃক ধানের প্রস্তাবিত সংশোধিত ডিইউএস টেষ্ট পদ্ধতির সংশোধিত অংশের প্রেক্ষাট সুপারিশমালায় যথাযথ ভাবে প্রতিফলিত না হওয়ায় বিরুপ মন্তব্য করেন এবং এ প্রেক্ষিতে বিশেষ কমিটির আহবায়ক ডঃ ফরহাদ জামিলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। আহবায়ক ডঃ ফরহাদ জামিল স্বীকার করেন যে, প্রদত্ত সুপারিশমালায় বিষয়টি বিশদভাবে উল্লেখ থাকা পয়োজন ছিল। তিনি সভাকে আরো অবহিত করেন যে, ইতিপূর্বে প্রস্তাবিত পদ্ধতিতে ডিইউএসটেষ্টের জন্য ধানের ৫৮টি বৈশিষ্ট্য পর্যবেক্ষনের কথা ছিল। এই বৈশিষ্ট্য সমূহের মধ্যে অনেক বৈশিস্ট্য রয়েছে যা ভিসিইউ (VCU) টেষ্টের জন্য গুরুত্ব পূর্ন হলেও ডিইউএস (DUS) টেষ্টের জন্য প্রয়োজনীয় নয় বিধায় বাদ দেয়া হয়েছে। সংশোধিত পদ্ধতিটিতে ৩৭টি বৈশিষ্ট রাখা হয়েছে যা গাছের বা ধানের বাহ্যিক বৈশিষ্ট্যের মধ্যে পরে। আলোচনার এক পর্যঅয়ে যে বৈশিষ্ট্য সমূহ বাদ দেয়া হয়েছে তা পড়ে শুনানো হয়। ধানের বিবেচ্য বৈশিষ্ট্য অন্তর্ভূক্তকরণ ও বাদ দেয়া এবং মূল পদ্ধতিতে কতিপয় সজ্ঞা বিষয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা হয়। এ বিষয়ে ডঃ তুলসী দাস, সিএসও, বিএআরসি প্রফেসর লুৎফর রহমান, বিএইউ, ডঃ এস বি সিদ্দিকী, পরিচালক (কৃষি), বিজেআরআই ও ডঃ শেখ মোঃ এরফান আলী সদস্য পরিচালক (শস্য), বিএআরসি বক্তব্য রাখেন। পদ্ধতিটির সাথে সংশ্লিষ্ট TG1/2 এর কপি সংযুক্ত করে দেয়ার বিষয়ে মতামত ব্যক্ত হয়। বিবেচ্য ৩৭টি বৈশিষ্ট্যের তালিকায় প্রস্তাবিত জাতের Shattering Tendency এবং অন্যান্য জাত সনাক্তকরণ বৈশিষ্ট্য (Distinctive Character) সমূহ অন্তর্ভূক্ত করা, Seed Dormancy বৈশিষ্ট্য যদি কোন Standard Guide line এ উল্লেখ থাকে তবেই তা অন্তর্ভূক্ত করা হবে, নচেৎ নয় মর্মে মত প্রদান করা হয়। বিস্তারিত আলোচনা শেষে প্রস্তাবিত পদ্ধতিটির সংশোধনের যৌক্তিকতা তুলে ধরে প্রতিবেদন পুর্নাংগ করে এবং প্রয়োজনীয় সংযুক্তি ও আলোচিত বৈশিষ্ট্য অন্তভূক্ত করে জাতীয় বীজ বোর্ডে প্রেরনের মতামত ব্যক্ত করা হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ ধানের ডিইউটেষ্ট অত্যাবশ্যকীয় বৈশিষ্ট্যসমূহ বিশেষ কমিটি কর্তৃক পুনরায় পর্যালোচনা ও সংশোধন পূর্বক জাতীয় বীজ বোর্ডের অনুমোদনের জন্য সুপারিশ করা হলো।

আলোচ্য বিষয়-৫ ঃ ধান, পাট, গম, আল ও আখের মাঠমান ও বীজমান (পুনঃনির্ধারিত) অনুমোদন।

কারিগরি কমিটর সদস্য সচিব বিষয়টি সভায় উপস্থাপন করলে সভাপতি মহোদয় এ বিষয়ে গঠিত বিশেষ কমিটির আহবায়কের বক্তব্য শুনতে চান। কিন্তু সভায় বিশেষ কমিটির আহাবয়ক জনাব মনির উদ্দিন খান সভায় উপস্থিত ছিলেন না বিধায় বিষয়টি পরবর্তী সভায় আহবায়কে উপস্থিতিতে উপস্থাপন করতে বলেন। এ প্রেক্ষিতে প্রফেসর লুৎফর রহমান, বিএইউ বিভিন্ন দেশের (ভারত, পাকিস্তান ও ফিলিপাইন) বীজ ও মাঠমান নির্ধারনের বিষয়গুলি সন্নিবেশ করে ছক আকারে পেশ করনের প্রস্তাব দেন।

সিদ্ধান্ত ঃ কারিগরি কমিটির পরবর্তী সভায় বিশেষ কমিটির আহবায়ক প্রস্তাবিত ধান, পাট, গম, আলু ও আখের সংশোধিত বীজ ও মাঠমান উপস্থাপন করবেন।

আলোচ্য বিষয়-৬ ঃ গম ও পাটের সংশোধিত ডিইউএসটেষ্ট পদ্ধতি অনুমোদন।

গম ও পাটের ডিইউএস টেষ্ট পদ্ধতি দু'টি জাতীয় বীজ বোর্ডের ৩৯তম সভার অনুমোদিত হয়েছিল। সে মোতাবেক গম ও পাটের ডিইউএস টেষ্ট পদ্ধতি দু'টির কার্যক্রম বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর কন্ট্রোল ফার্মে যথারীতি শুরু হয়েছে। বিগত এক বছরের বাস্ অীভজ্ঞতার আলোকে গমের জন্য গম গবেষণা কেন্দ্রের বৈজ্ঞানিকগণ, পাটের জন্য বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট ও বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের বৈজ্ঞানিকগণ এবং বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর কর্মকর্তাগনের সমন্বয়ে দু'টি ভিন্ন-ভিন্ন ওয়ার্কসপের মাধ্যমে গম ও পাটের ডিইউএস টেষ্ট পদ্ধতি দু'টির কয়েকটি প্রয়োজনীয় বিষয়ে সংশোধনী আনা হয়। সংশোধিত পদ্ধতি দুটি উপস্থাপনের প্রেক্ষিতে সভাপতি মহোদয় বলেন মাত্র এক বৎসর অভিজ্ঞতায় তা সংশোধন করা কোন ক্রমেই সমীচিন হবে না। জাতীয় বীজ বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত পদ্ধতিতে আরো কয়েক বছর মাঠে প্রয়োগ করার পর বাস্তব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে প্রয়োজন বোধে তা সংশোধনের প্রস্তাব আনা যেতে পারে বলে সভাপতি মহোদয় অভিমত ব্যক্ত করেন।

সিদ্ধান্ত ঃ গম ও পাটের ডিইউএস টেষ্ট কার্যক্রম জাতীয় বীজ বোর্ড কর্তৃক ইতি পূর্বে অনুমোদিত পদ্ধতি অনুযায়ী চলতে থাকবে।

আলোচ্য বিষয়-৭ ঃ আখের আই ৩৮৫-৮৮ (বিএসআরআই আখ-৩০) অনুমোদন।

প্রস্তাবিত আখের আই ৩৮৫-৮ ক্লোনটি বাংলাদেশ আখ গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত। বিএসআরআই এর বর্ণনা মতে প্রস্তাবিত ঈশ্বরদী-৩০ জাতটির কান্ড মধ্যম লম্বা, রং সবুজাভাব হলুদ তবে অনাবৃত অংশ হলুদাভাব পাটল বর্ণের। পর্বমধ্য (Internode) সিলিন্ডার আকৃতির এবং উহাতে কোন ফাটা দাগ (Growth split), আইভির মার্কিং (Ivory marking), কর্কি-প্যাচ (Corky patch) এবং বাডগ্রুপ (Budgrove) দেখা যায় না। গিরা (Node) ফুলা এবং পাতা ঝরার দাগ স্পষ্ট। পাতার খোলে বেগুনী রংগের দাগ দেখা যায়। লিগিউল ক্রিসেন্টিফর্ম (Ligule crescentiform) আকৃতির। প্রস্তাবিত জাতটির ফলন ৫৫-১১০ টন/হেঃ। প্রস্তাবিত জাতটি ঈশ্বরদী-১৬ জাতের চেয়ে ফলন এবং পোকা মাকড় প্রতিরোধ ক্ষমতার দিক বিচেজনায় ভাল। গুরের গুনগত মান ঈশ্বরদী-১৬ জাতের মত। এই জাতের

ঈক্ষুতে ফুল হয় এবং ইহা একটি আগাম পরিপক্ক জাত। আই ৩৮৫-৮৮ ক্লোনটি বিএসআরআই আখ-৩০ হিসেবে ছাড়করণের জন্য বি এস আর আই কর্তৃক প্রস্তাব করা হযেছে। দেশের তিনটি অঞ্চলে (রাজশাহী, রংপুর ও যশোর) মোট পাঁচটি স্থানে (জয়পুরহাট, ঈশ্বরদী, রাজশাহী, মাদারগঞ্জ ও দর্শনা) ট্রায়াল স্থাপন করা হয়েছিল। সবগুলো স্থানেই চেক জাত ঈশ্বদরী-১৬ এর তুলনায় বেশী পলন পাওয়া গিয়েছে। সার্বিক বিবেচনায় সবগুলো স্থানেই মূল্যায়ন দল কর্তৃক প্রস্তাবিত আই ৩৮৫-৮৮ ক্লোনটিকে জাত হিসেবে ছাড়করণের জন্য সুপারিশ করা হয়েছে।

সভায় বিএসআরআই এর মহা পরিচালক প্রস্তাবিত জাতটির বিশেষ গুনাবলী সহ এবং দেশে আগাম জাতের স্বল্পতা রয়েছে বলে উল্লেখ করেন। সদস্য পরিচালক (শস্য), বিএআরসি এ জাতটির ছাড়করনের পক্ষে মূল্যায়ন দলের মতামতের উদৃতি দেন। বিস্তারিত আলোচনা শেষে প্রস্তাবিত জাতটির নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ আই ৩৮৫-৮৮ ক্লোনটি বিএসআরআই আখ-৩০ নামে আগাম জাত হিসেবে সারা দেশে আবাদের নিমিত্তে ছাড়করনের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডে সুপারিশ করা হলো।

আলোচ্য বিষয়-৮ ঃ আই ৩৮-৯০ (বিএসআর আই আখ-৩১) এর অনুমোদন।

প্রস্তাবিত আই ৩৮-৯০ ক্লোনটি বাংলাদেশ আখ গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত। প্রস্তাবিত জাতটির বৈশিষ্ট্য বর্ণনাসহ সভায় উপস্থাপন করা হয়। মাঠ মূল্যায়ন দলের মাতামত বিশ্লেষনের দেখা যায় যে, একটি স্থানে চূড়ান্ত পরিদর্শনের পূর্বেই কর্তন করায় ফলন যাচাই করা সম্ভব হয়নি বলে পুনরায় ট্রায়ালের জন্য মতামত দেওয়া হয়। সভাপতি মহোদয় পুনরায় ট্রায়ালের সময় মূল্যায়ন দলে বিএসএফআই সি এ একজন প্রতিনিধি অন্তর্ভূক্ত রাখার জন্য অভিমত দেন। প্রস্তাবিত জাতটি মধ্যম পরিপক্ক জাত বিধায় অনুমোদিত নতুন জাতের সাথে তুলনা করে দেখার বিষেয়েও মতামত দেওয়া হয়। বিস্তারিত আলোচনা শেষে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ ১। মূল্যায়ণ দলে বিএসএফআইসি এর একজন প্রতিনিধি আমন্ত্রিত সদস্য হিসেবে কো-অপ্ট করে আই-৩৮-৯০ ক্লোনটি পুনরায় মূল্যায়ন করা হবে।

২। পরবর্তী সময়ে কোন প্রস্তাবিত আখের জাতের মূল্যায়নের অবশ্যই বি এস এফ সি প্রতিনিধি মূল্যায়ন দলে সদস্য হিসেবে অন্তভূক্ত রাখার অনুমোদনের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডে সুপারিশ করা হলো।

আলোচ্য বিষয়-৯ ঃ বোরো ৯৮-৯৯ মৌসুমে হাইব্রিড ধানের অনুমোদন।

বিগত ১৯৯৮-৯৯ বোরো মৌসুমে ৫টি বীজ আমদানীকারক যথা এ সি আই লিঃ, মল্লিকা সীড কোম্পানী, ম্যাকডোনাল্ড বাংলাদেশ (প্রাঃ) লিঃ, ব্র্যাক ও গ্যাঞ্জেস ডেভেঃ কর্পোঃ কর্তৃক আমদানীকৃত ১৭টি হাইব্রিড ধানে অনষ্টেশন ও অনফার্মে ট্রায়াল স্থাপন করা হয়েছিল। সদস্য সচিব উক্ত ১৭টি হাইব্রিড ধানের ট্রায়াল ফলাফল বিস্তারিত ভাবে সভায় তুলে ধরেন। সভাপতি মহোদয় এ প্রেক্ষিতে প্রতিটি কোম্পানীর মতামত আহ্বান করেন। প্রতিটি কোম্পানীর প্রতিনিধি তাদের নিজস্ব বক্তব্য দেন। অনষ্টেশন ট্রায়াল গুলোতে ফলাফল, অন ফার্ম ট্রায়ালের গড় ফলাফলের চেয়ে কম হয়েছে বলে ফলাফল প্রতিবেদনে পরিলক্ষিত হওয়ায় এর কারণ হিসেবে কোন কোন কোম্পানীর প্রতিনিধি ট্রায়াল ব্যবস্থাপনা ঠিকমত না হওয়া, ব্রি'তে ট্রায়ালের ক্ষেত্রে Replication না করা, ক্ষেত্র বিশেষে বীজ তলায় ট্রায়াল স্থাপন করা ইত্যাদি বিষয়ে উল্লেখ করেন। ধানের হাইব্রিড জাত মূল্যায়ন পদ্ধতি সঠিক ভাবে বাস্তাবায়নের বিষয়ে সদস্য বৃন্দ গুরুত্ব আরোপন করেন। যে সকল ক্ষেত্রে মূল্যায়ন পদ্ধতি ও ট্রায়াল স্থাপন হাইব্রিড জাত মূল্যায়ন ও নিবন্ধীকরণ পদ্ধতি অনুযায়ী হয়নি সে সকল ক্ষেত্রে মূল্যায়ন বিবেচনায় না আনার জন্য সদস্যবৃন্দ প্রস্তাব রাখেন। হাইব্রিড জাত মূল্যায়নের জন্য নির্বাহী চেয়ারম্যান, বিএআরসি কর্তৃক গঠিত ৪টি বিশেষ কমিটির মধ্যে মাত্র দু'টি কমিটর নিকট থেকে প্রতিবেদন পাওয়া গিয়েছে। অন্য কমিটির রিপোর্ট পাওয়া গেলে এ বিষয়ে আরো নিরপেক্ষ তথ্য জানা যাবে বলে সভায় আলোচিত হয়। বিস্তারিত আলোচনা শেষে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ আগামী ১৫ দিনের মধ্যে ট্রায়াল স্থাপনকারী সংশ্লিষ্ট অনষ্টেশনের প্রতিনিধি, সংশ্লিষ্ট অনফার্মের চাষী, সংশ্লিষ্ট হাইব্রিড ধান আমদানীকারকের প্রতিনিধি, মূল্যায়ন দলের দলনেতা, সদস্য সচিব ও আঞ্চলিক বিশেষ মূল্যায়ন কমিটির দলনেতাগনের সমন্বয়ে একটি ওয়ার্কসপ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে হাইব্রিড ধানের জাত ছাড়করনে সিদ্ধান্ত নেয়া হবে। এ বিষয়ে বিএআরসি প্রয়োজনীয় অর্থ সংস্থান করবে।

আলোচ্য বিষয়-১০ঃ বিবিধ।

ক) বীজ প্রযুক্তি সেমিনারের জন্য অর্থায়ন।

জাতীয় বীজ বোর্ডের ৩৯তম সভার মুলতবী সভায় জাতীয় বীজ প্রযুক্তি সেমিনারের পূর্বে ৬টি বিভাগীয় বীজ প্রযুক্তি সেমিনার অনুষ্ঠানের বিষয়ে সিদ্ধান্ত ছিল। এ বিষয়ে জাতীয় সেমিনার বিএআরসি অর্থায়নে হওয়ার কথা থাকলেও বিভাগীয় সেমিনারে কোন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক অর্থায়নের ব্যবস্থা করা হবে তা নির্ধারণ করা হয়নি। সভাপতি সাহেব এ বিষয়ে জাতীয় বীজ বোর্ডের সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য অভিমত দেন।

সিদ্ধান্ত ঃ বীজ প্রযুক্তি সেমিনার অনুষ্ঠানের অর্থায়নের বিষয়ে সিদ্ধান্তের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডে পেশ করা হলো।

খ) হাইব্রিড জাত মূল্যায়ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ।

সিদ্ধান্ত ঃ আগামী ১৫ দিনের মধ্যে অনুষ্ঠিতব্য ওয়ার্কসপে এ বিষয়ে মাঠমূল্যায়ন দলের দলনেতা ও সদস্য-সচিবগণকে হাইব্রিড মূল্যায়নে ফসলের রোগ বালাই মান, পোকা মাকড় মান ও Stress tolerance এর মান নির্ণয়ের উপর বিশেষ প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা করা হবে।

গ) হাইব্রিড আর এফ-১ জাতের বৈধ স্বত্ত্বাধিকারী নিরুপণ।

সিদ্ধান্ত ঃ বিষয়টি নিস্পত্তির জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হবে।

আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি মহোদয় সভা পরিচালনায় সকলের সহযোগিতা ও আন্তরিক অংশ গ্রহনের জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষনা করেন।

স্বাক্ষর/-
(মোঃ হাবিবুল হক)
সদস্য-সচিব
কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড
ও
পরিচালক
বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী
গাজীপুর-১৭০১।

স্বাক্ষর/-
(ডঃ জহুরুল করিম)
চেয়ারম্যান
কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড
ও
নির্বাহী চেয়ারম্যান
বিএআরসি, ফার্মগেট
ঢাকা-১২০৭।